প্রথম আলো | পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

বেড়াবিহীন ঘরেই চলছে ক্লাস, টাকার অভাবে দরজা-জানালাও তৈরি সম্ভব হয়নি —প্রতিনিধি

সিডরে বিধ্বস্ত আমতলীর কারিগরি কলেজ

আট মাসেও কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়নি

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি

সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত বরগুনার আমতলী উপজেলার একমাত্র কারিগরি ও কৃষি ডিপ্লোমা কলেজটি দীর্ঘ আট মাসেও সম্পূর্ণ কার্যক্রম চালু করতে পারেনি। গত বছরের ১৫ নভেম্বরের সিডরে কলেজের ভবনটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হলে কলেজের আসবাব, কম্পিউটারসহ যাবতীয় শিক্ষা-উপকরণ নষ্ট হয়ে যায়। এর পর আট মাসে কোনোমতে একটি ঘর নির্মিত হলেও প্রয়োজনীয় শিক্ষা-উপকরণের অভাবে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে বলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে।

উপজেলার চাওড়া কারিগরি ও কৃষি ডিপ্লোমা কলেজটি ঘুরে দেখা গেছে, বর্তমানে চারপাশে বেড়াবিহীন একটি ঘরে ক্লাস চলছে। পাশেই সরকারি সহায়তায় একটি টিনশেড ঘর নির্মিত হচ্ছে। অর্থের অভাবে পর্যাপ্ত বেঞ্চ, টেবিল-চেয়ারসহ কোনো কিছুই কলেজ কর্তৃপক্ষ সংগ্রহ করতে পারেনি।

কলেজের শিক্ষার্থী চতুর্থ পর্ব, কৃষি শাখার শিউলী আকতার, তানজিলা রহমান জানায়, 'কৃষি যন্ত্রপাতি না থাকায় ব্যবহারিক ক্লাস হচ্ছে না।'

ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট) শাখার চূড়ান্ত (ফাইনাল) পর্বের দুই ছাত্র আবু তাহের ও রাহাত খান বলে, 'সিডরে কলেজের কম্পিউটার নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আমাদের বাইরে গিয়ে কম্পিউটার ব্যবহার করতে হয়। আমরা বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই দরিদ্র পরিবারের। এটা আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর।'

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, চাওড়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মহসিন ২০০৩ সালে চাওড়া ইউনিয়নের চন্দ্রা গ্রামে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকে ২০০৬ ও ২০০৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা শাখা থেকে পাসের হার ছিল যথাক্রমে ৭৫ ও ৬৫ শতাংশ। অন্যদিকে কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সের পরীক্ষায় গত তিনটি ব্যাচে ১১২ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে সবাই উত্তীর্ণ হয়। বর্তমানে কলেজে দুটি শাখায় ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

কলেজের অধ্যক্ষ সুজাউদ্দিন মাহমুদ জানান, সিডরে ভবন ও যন্ত্রপাতির ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫ লাখ টাকা। সরকারি অনুদান পাওয়া গেছে মাত্র দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা। এ দিয়ে চার কক্ষের একটি টিনশেড ঘর নির্মিত হলেও দরজা-জানালা তৈরি সম্ভব হয়নি। সিডরে বৈদ্যুতিক খুঁটি উপড়ে যাওয়ায় কলেজে এখন পর্যন্ত বিদ্যুতের সংযোগ নেওয়াও সম্ভব হয়নি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবু নঈম মোহাম্মদ আদুছ ছবুর জানান, সিডরের পর ভবন নির্মাণের জন্য আড়াই লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ও প্রদর্শনী ক্লাসের জন্য একটি পাওয়ার টিলার আর একটি পাওয়ার পাম্প দেওয়া হয়েছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এসব সহায়তা নিতান্তই কম বলে তিনি স্বীকার করেন।